দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৫/৪/৭৪ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... ... কলাম ... ৪ ... ...

জনমত

ক্ষমতা অপব্যবহার করে স্কুল প্রতিষ্ঠা

আমরা ফরিদপুর জেলার সদর মহকুমার বোয়ালমারী থানার অন্তর্গত বনমালীপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাশিন্দা। বনমালীপুর গ্রামে ১৯৬৮ সালে জনতা জুনিয়র হাই স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে অনুমোদন লাভ করে এটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুলে পরিণত হয় এবং তখন থেকে স্কুলটি সাহায্য লাভ করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে স্কুলটির কতিপয় লোক ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে দুইশত গজ সীমানার মধ্যে একই মৌজায় আরেকটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে সবার অজ্ঞাতে এর নামকরণ করেছেন তাঁর পিতার নামে —আবদুল গাফ্ফার নড়াইল হাই স্কুল। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত করানো হলে ৮-৭-৭৪ তারিখে সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে জেলা শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশ দেন। কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিসার আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত করেননি। যদি নিকটেই আরেকটি স্কুল এভাবে গড়ে তোলা হয় তাহলে বনমালীপুরের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি আর স্কুলের শিক্ষকেরা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাই নয়, জনগণের মধ্যে এক্যে বিদ্বেষ ও হানাহানির কারণ। তাছাড়া এতে সরকারী অর্থেরও অহেতুক অপচয় হবে।

অতএব আঃ গাফ্ফার হাই স্কুল নামের নতুন স্কুলটির উন্নতির জন্যে বেআইনীভাবে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে সে টাকা স্থায়ী সরকারী সাহায্য পুষ্ট পুরাতন বনমালীপুর জনতা হাই স্কুলের নামে বরাদ্দ করে স্কুলটির উন্নয়ন এবং তার মাধ্যমে এলাকার জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হোক।

—মোঃ হাবিবুর রহমান মিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান আঃ জলিল মিয়া ধনজাইল, মোঃ আলিমুজ্জামান মিয়া বনমালীপুর, ফরিদপুর।